২৯ অধ্যায়

প্রতিবেদন রচনা

[REPORTING]

কোনো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ বর্ণনা বা বিশ্লেষণকে **প্রতিবেদন** বলে। এই বিষয়টি সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দৈনিক সংবাদপত্রে যেসব খবর প্রকাশিত হয় সেগুলিই মূলত প্রতিবেদন বা Report, যাঁরা এই Report লেখেন তাঁদের বলা হয় Reporter বা সংবাদদাতা। প্রতিদিন যেসব ঘটনা দেশে-বিদেশে ঘটছে, সাংবাদিকরা সেগুলি প্রতিবেদনের আকারে সংবাদপত্রে তুলে ধরেন। প্রতিবেদন রচনার জন্য কিছু নিয়মাবলি মেনে চলতে হয়। এগুলি হল—

১. প্রতিটি প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম বা Heading দিতে হবে।

২. শিরোনামের নীচে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' বা সরাসরি সংবাদদাতার নাম লিখতে হবে।

৩. প্রতিবেদন লেখার শুরুতে স্থানের নাম এবং তারিখ লিখতে হবে। যে দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হবে, সেদিনের তারিখ লিখতে হবে।

৪. এরপর প্রতিবেদনের মূল বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রথমে মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে দু-তিনটি বাক্যে লিখে নিতে হবে। তারপর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে।

৫. বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতার নাম উল্লেখ করা যাবে না। এক্ষেত্রে নামগুলি হবে কাল্পনিক।

৬. সমাজ বা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো মন্তব্য করা যাবে না।

৭. মান্য চালিত রীতিতে সহজবোধ্য ভাষায় প্রতিবেদন রচনা করতে হবে।

৮. বক্তার বক্তব্যকে কোটেশন চিহ্নের (" ") মধ্যে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উক্তি 'Direct Narration' ব্যবহার করাই ভালো।

কয়েকটি প্রতিবেদনের উদাহরণ প্রদত্ত হল—

৮. **বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডকে বিষয় করে সংবাদপত্রের উপযোগী একটি প্রতিবেদন।**

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঃ দমকলের তৎপরতায় বাঁচল প্রাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা—কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ আজ দুপুর তিনটে নাগাদ গড়িয়াহাটের 'রাজর্ষি' আবাসনে আগুন লাগে। দলকলের ১৪টি ইঞ্জিন প্রায় দু-ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী বেলা তিনটে নাগাদ ওই বহুতলের দশতলা থেকে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে। আবাসনটির দশ, এগারো এবং বারো তলায় আছে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিস। অন্য তলাগুলি হল আবাসন। ধোঁয়া দেখে আবাসনের বাসিন্দারা চিৎকার শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমে ৬টি ইঞ্জিন আসে এবং পরে আরও ৮টি ইঞ্জিন আসে। আবাসিকরা ইতিমধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছিলেন। অফিসের কর্মীরা যে যার মতো নিরাপদ স্থানে ছুটে যায়। উল্লেখযোগ্য যে আবাসনটি ইংরেজি 'এইচ' প্যাটার্নের হওয়ায় এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এতেই প্রাণহানি থেকে মানুষ রক্ষা পেয়েছে। দশ তলা এবং এগারো তলা আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। বহু কম্পিউটার এবং দরকারি কাগজপত্র পুড়ে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট বা এসি'র মেশিন থেকেই আগুন লেগেছে। উল্লেখ্য যে, ওই অফিসে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও তা কাজ করেনি। পুলিশ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছেন।